দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 10 FEB 2005

বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের অবসর ভাতা

বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের জন্য অবসর সুবিধা প্রদান একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিঃসন্দেহে। ১৯৯৫ সালের উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে ২০০৫ সালে। অনেক পরে হলেও উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হচ্ছে এটাই বড় কথা। কিন্তু কার্যকরীর তারিখটি নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে সমস্যা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিগত ২৪-১-২০০২ ইং তারিখ ৫ জন শিক্ষক কর্মচারীকে চেক প্রদানের মাধ্যমে অবসর ভাতা উদ্বোধন করেছিলেন। সেদিন থেকেই আমরা আশা করেছিলাম ২৪-১-০২ ইং তারিখ থেকে যারা অবসরে যাবেন তারা অন্তত এর আওতাভুক্ত হবেন। যদিও যুক্তির কথা ঐ ৫ জনের মধ্যে সর্ব প্রথম যিনি অবসরে গেছেন অর্থাৎ যিনি সবচেয়ে সিনিয়র তার অবসরের তারিখটিই কার্যকরী তারিখ হওয়া। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলো ২৫-১১-০২ ইং তারিখে সংসদে পাস হলো ১ ডিসেম্বর ২০০২ থেকে অবসর সুবিধা কার্যকরী করার। এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। ২৪ জানুয়ারি ২০০২ থেকে কার্যকরী করার অনেক আবেদন-নিবেদন ও প্রতিবেদন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, শিক্ষক কর্মচারী সংগঠনগুলোও দাবী জানিয়েছিল কিন্তু তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। প্রশ্ন আসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অবসর সুবিধা উদ্বোধনের তারিখ থেকে কার্যকরী করলে সরকারের তহবিল থেকে যে পরিমাণ টাকা ব্যয় হয় তা কি কোন ভাবেই সংকুলান করা সম্ভব নয়? নাকি আইনী জটিলতার অজুহাতে আন্তরিকতার অভাবই আসল কারণ? শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড এই মেরুদন্ড সোজা রাখেন শিক্ষক। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক যারা এই মেরুদন্ড সোজা রাখার লক্ষ্যে সারাজীবন শ্রম দিয়েছেন তারা বঞ্চিত হলেন যা কারো জন্যেই সুখবর নয়। তাই সরকারের কাছে ২৪ জানুয়ারী ২০০২ থেকে অর্থাৎ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চেক প্রদানের তারিখ থেকে অবসর সুবিধা বাস্তবায়নের জোর দাবী জানাচ্ছি।

মোঃ হাতেম আলী মিয়া,
অবসরপ্রাপ্ত সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
কালকিনি সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজ, কালকিনি, মাদারীপুর।